بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১২ জানুয়ারি ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো যুক্তরাজ্যে কর্মরত মুবাল্লেগবৃন্দ

"প্রকৃতপক্ষে দোয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; আর এটা নিশ্চিত যে, ইনশাআল্লাহ্, দোয়ার মাধ্যমেই আমাদের সকল কাজ সম্পন্ন হবে।" — হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১০ জানুয়ারি ২০২১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো যুক্তরাজ্যের বৃহত্তর লন্ডন এলাকায় কর্মরত মুবাল্লেগবৃন্দ (মিশনারী বা ধর্ম প্রচারক)।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর মুবাল্লেগবৃন্দ অনলাইনে সংযুক্ত হন।

প্রায় পঞ্চান্ন মিনিটের এ সভায়, উপস্থিত সকলেই হুযূর আকদাসের সাথে সরাসরি কথোপকথনের এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

মুবাল্লেগবৃন্দের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্যে হুযুর আকদাস বলেন যে, যুক্তরাজ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদগুলোকে সামাজিক দূরত্বের ক্ষেত্রে দেশের আইনকে কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত। যদিও এগুলো খোলা থাকবে, আর নামায আদায়ও অব্যাহত থাকবে, কিন্তু সীমিত উপস্থিতির সাথে - যেন নামাযের আয়োজন কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে চলে।

হুযূর আকদাস আহমদীদের নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য, মিশনারীদের কোভিড-১৯ লকডাউনের এই পরিস্থিতির সাথে তাদের কাজকে খাপ খাইয়ে নেয়ার নির্দেশনা দেন। একইভাবে, তাদের উচিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিত্য-নতুন উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি খুঁজে বের করা। বিভিন্ন

ধর্মবিশ্বাসের মানুষের মাঝে বিদ্যমান সকল প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করা এবং পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত।

আহমদীদের নৈতিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে হুযূর আকদাস বলেন যে, মিশনারীদের অনলাইন মিটিং, ক্লাসসমূহ বৃদ্ধি করা উচিত এবং দৈনন্দিন অডিও রেকর্ডিং পাঠানো উচিত যার মাধ্যমে সদস্যরা তাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-নিষেধের মধ্যে থাকা এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি অনুসরণ করা অবস্থায় ও আমাদের যথাসাধ্য কাজ করা উচিত। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, আমরা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাই, আর নামাযের পর যে দরসের (ধর্মীয় পাঠদান) ব্যবস্থা থাকা উচিত সে কথাটিও আমাদের সদস্যরা ভুলে যান। বরং এক চরম অবস্থা থেকে অপর চরম অবস্থায় যাওয়ার পরিবর্তে, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।"

হুযুর আকদাস বলেন যে, সামাজিক দূরত্ব বিষয়ক সরকারি নির্দেশনা পালন করার পাশাপাশি, আহমদীদের সর্বদা তাদের ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ পালনের চেষ্টা করা উচিত।

উপরন্তু, এই সময়ে যেভাবে দ্রুত হারে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে এটি নিশ্চিত করা উচিত যে, যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী আহমদীগণ শুধুমাত্র একান্ত প্রয়োজনেই ঘর থেকে বের হন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রত্যেক মুবাল্লেগকে তাদের এলাকায় বসবাসরত আহমদীদের অযথা রাস্তায় ঘোরাফেরা না করার জন্য ক্রমাগত উপদেশ দেওয়া উচিত। এমনকি, কোন আহমদী যদি পার্কেও যান, সেখানেও তাদের সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। এছাড়া, বর্তমানে যেহেতু উপাসনালয় খোলার অনুমতি রয়েছে, তাই লোকজন মসজিদে নামায পড়তে আসতে পারেন। নামাযের জন্য প্রত্যেকের নিজস্ব জায়নামায অথবা অন্ততপক্ষে সেজদার স্থানে

বিছানোর জন্য একটি কাপড় নিয়ে আসা উচিত। উপরন্তু, আজকাল মসজিদগুলো বিশেষভাবে পরিষ্কার রাখা উচিত। যেমন দৈনন্দিন ভিত্তিতে মসজিদ ভ্যাকুয়াম করা উচিত।"

বেশ কয়েকবার, হুযূর আকদাস মুবাল্লেগদেরকে বিশেষ করে আহমদী তরুণদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আহমদী তরুণদেরকে মসজিদের সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা করুন। প্রবীণরা আসেন, তবে তরুণদেরও মসজিদে উপস্থিত থাকা উচিত। যত সংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তি মসজিদে উপস্থিত হন, সম সংখ্যক তরুণদেরও আসা উচিত।"

আরেকজন মুবাল্লেগের সাথে কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তরুণদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করুন এবং এই দিনগুলোতে এক বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন, যেন তরুণরা তাদের নামায আদায়ে নিয়মিত হয় ।"

হুযূর আকদাসকে মুবাল্লেগগণ শিশু ও প্রবীণদের জন্য ধর্মীয় ক্লাস শুরু করার মতো বিভিন্ন অনলাইন উদ্যোগ সম্পর্ক অবহিত করেন। উপরন্তু, তাঁরা জানান যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অংশ নয় এরূপ ব্যক্তিদের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার হচ্ছে।

হুযূর আকদাস, মিশনারীদেরকে এই লকডাউনের মধ্যে আহমদীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাদের সার্বিক পরিস্থিতি এবং চাহিদা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভার শেষে, হুযূর আকদাস, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাথে মুবাল্লেগদের এক দৃঢ় ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় পুনরাবৃত্তি করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাহাজ্জুদ নামায (রাতের শেষাংশে পড়া হয় এমন নফল বা ঐচ্ছিক নামায) আদায় করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন: **"নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা উচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রচুর সময় থাকার কারণে এক ঘণ্টাব্যাপী তাহাজ্জুদ আদায় করা কঠিন কিছু নয়। রাতে এক ঘণ্টা সময় নিয়ে আপনাদের নফল নামায আদায় করা উচিত এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও আপনাদের এই অভ্যাস বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে দোয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; আর এটা নিশ্চিত যে, ইনশাআল্লাহ্, দোয়ার মাধ্যমেই আমাদের সকল কাজ সম্পন্ন হবে। দোয়ার প্রতি মনোযোগী হোন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটান। এটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দিন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন।"**